A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট

ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের

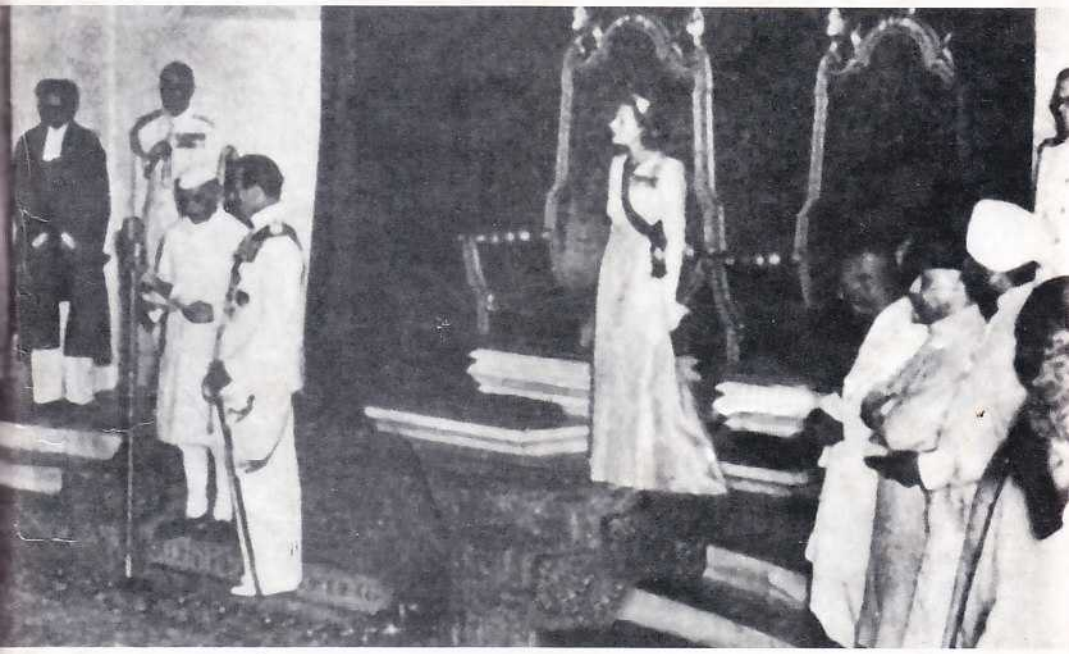

ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট

ল্যারি কলিস ও দোমিনিক লাপিয়ের

অনুবাদ

রবিশেখর সেনগুপ্ত

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৯৭
পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ ২০০৫

মূল্য ঃ ১৭৫ টাকা

© Larry Collins and
Dominique Lapierre 1975
Bengali Translation © M. C. Sarkar
& Sons Private Ltd. 1991

I S B N 81-7157-031-3

মুদ্রক ঃ

প্রদীপ কুমার ধর
প্রিন্ট ও-গ্রাফ
৯ সি, ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

যে জাতি শাসক হয়ে জন্মেছে	...	১
একলা চলো রে	...	১৩
ঈশ্বরই ভারতের ভাগ্যদেবতা	...	২২
মুমূর্ষু রাজতন্ত্রের বিদায় সঙ্গীত—দি লাষ্ট ট্যাটুট্	...	৫১
এক বৃদ্ধ এবং তাঁর ভাঙাচোরা স্বপ্ন	...	৬৭
একটা ছোট্ট দামী শহর	...	১০১
সুরম্য প্রাসাদভবন ও বাঘ, হাতি ও হীরাজহরতের দীপ্তি	...	১১০
গ্রহনক্ষত্রের বিচারে একটা অভিশপ্ত দিন	...	১২২
একটি জটিল ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ	...	১৪০
'আমরা চিরকাল সহোদর হয়ে থাকবো'	...	১৬৭
পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে ছিল	...	১৯২
'কি মিষ্টি এই মুক্তির সকাল'	...	২১৫
'ওরা আর মানুষ নেই'	...	২৩৩
ইতিহাসের বৃহত্তম জনপরিযান (মাইগ্রেশন)	...	২৬১
'কাশ্মীর শুধু কাশ্মীর!'	...	২৮৫
পুণার দুই ব্রাহ্মণ	...	২৯৬
ধ্বনিত হলো 'গান্ধী মুর্দাবাদ'	...	৩১০
মদনলালের প্রতিহিংসা	...	৩৩১
'পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগেই গান্ধীকে পেতে হবে আমাদের'	...	৩৪২
যেন দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু	...	৩৫৯
উপাদানপঞ্জী	...	৩৮৩

ঈশ্বরের অমোঘ বিধানেই ভারতবর্ষকে শাসন করার দায়িত্বভার ইংরেজ জাতির কাঁধে অর্পিত হয়েছে।'

রুডিয়ার্ড কীপলিঙ্

'ভারতবর্ষ' হাতছাড়া হলে আমাদের চূড়ান্ত অনিষ্ট হবে। মৃত্যুর শামিল হবে এই ক্ষতি। চাই কি, একটা অখ্যাত শক্তিতে পরিণত হয়ে যাব আমরা ধীরে ধীরে।'

লন্ডনের হাউস অফ কমন্‌স্ সভায়
উইন্‌স্টন্ চার্চিলের প্রদত্ত ভাষণ
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

অনেক বছর আগে ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করার শপথ নিয়েছিলাম আমরা। আজ সেই শপথ পালনের সময় এসেছে...যখন মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজবে, ঘুমিয়ে থাকবে সারা পৃথিবী, তখন স্বাধীন ভারত জেগে উঠবে। কোন জাতির জীবনে এমন মুহূর্ত ক্বচিৎ আসে যখন জীর্ণ পুরাতনের খোলস ভেঙে আমরা বেরিয়ে আসি এবং নতুনের দিকে পা বাড়াই; যখন একটা যুগের শেষ হয় এবং একটা জাতির কুণ্ঠিত হৃদয়মন দীর্ঘদিনের পীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভীক হয়ে ওঠে...'

ভারতীয় সংবিধান পরিষদে
জওহরলাল নেহরুর প্রদত্ত ভাষণ
নয়া দিল্লি
১৪ আগস্ট, ১৯৪৭

নিবেদন

এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে অনেক ঘটনার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। ভারতে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে এবং এক বছরের মধ্যেই এর চৌদ্দটি সংস্করণ হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সেদিন দেশের ইংরিজি জানা পাঠকের মধ্যে এই গ্রন্থ বিপুল সাড়া তুলেছিল। গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের একজন হলেন দোমিনিক লাপিয়ের। বাঙ্গলাভাষী পাঠকের কাছে লাপিয়ের ইতোমধ্যেই সুপরিচিত হয়েছেন তাঁর 'আনন্দ নগর' উপন্যাসের সুবাদে। অন্যজনও অপরিচিত নন। অন্তত ইংরিজি জানা পাঠকের কাছে 'ইজ প্যারিস বার্নিং ?' এবং 'ও জেরুজালেম!' গ্রন্থদুটির যুগ্ম লেখকরূপে ল্যারি কলিন্সও সুখ্যাত। এঁদের দুজনের যৌথ প্রয়াসের তৃতীয় ফসল 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট।' দীর্ঘ তিন বছরের নিরলস অধ্যবসায় ও গবেষণার পর এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিস্তর তথ্য পরিবেশন করেছেন লেখকদ্বয়। ৬০০ পাতার বইটির মধ্যে আয়াসসাধ্য অনেক চড়াই-উৎরাই আছে। তবুও কোথাও উপলব্যথিত হয় না এর ধারা। এমনকি কোনক্রমে শেষ করে 'বাঁচা গেল!' বলবেনও না কোন পাঠক। একের পর এক দৃশ্যগুলি পাঠকের চোখের ওপর দিয়ে অবলীলায় চলে গেছে। কত রঙ তাদের! অন্তত ৫০০ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লেখকদ্বয়। সবাই ইতিহাসের চরিত্র নন। সাধারণ চরিত্রও আছে। কিন্তু কোন চরিত্রই যেন আলোকবৃত্তের বাইরে পড়ে না। পাঠককে প্রায় ৬০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়েছেন লেখকদ্বয়। কখনও রুক্ষ কঠিন খাইবার গিরিপথ, কখনও মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ গির্জা। কখনও শহরের বস্তি, কখনও ইংল্যান্ডের শান্ত নিরিবিলি গ্রাম। তবুও পাঠকের যাত্রাপথ অনভ্যস্ত হয় নি কোথাও।

প্রত্যাশিতভাবেই এই গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র দুটি। রিয়্যার এড্‌মির‍্যাল লুই মাউন্টব্যাটেন এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অন্যরা পার্শ্বচরিত্র। তবে যেমন দাপটের সঙ্গে লুই মাউন্টব্যাটেন বিরাজমান তেমনটি গান্ধীজী নন। মাউন্ট-ব্যাটেনের চোখে তিনি যেমন 'ছোট্ট বিষন্ন পাখি', আমাদের চোখেও তাই-ই। বলাবাহুল্য, এ কোন স্বেচ্ছাচারী চরিত্রায়ন নয়। তৎকালীন রাজনৈতিক আকাশে মোহনদাস গান্ধীর ভূমিকা বাস্তবিকই অসহায় এবং বিষন্ন। দেশভাগ যখন 'সেটল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট' দ্বি-জাতিতত্ত্ব যখন সাধারণ মানুষের কাছে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র বাস্তবসত্য পথ, তখন গান্ধীজীর ভূমিকা নীরব অসহায় দর্শক ছাড়া আর কী হতে পারে ? তাঁর বেদনা যে এই অনিবার্যতা তিনি ঠেকাতে পারেননি। কিন্তু তার চেয়েও বড় বেদনা যে দেশের মানুষ তাঁর ইচ্ছামতন চলেনি। সবাই এসে একে সরে গেছে তাঁর আদর্শ থেকে। বেঁচে থাকতেই তিনি একলা থেকে গেলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

চৌদ্দই আগস্ট মধ্যরাতে জওহরলাল যখন 'ট্রাইস্ট উইথ ডেসটিনি'র কথা বললেন তখন দেশের সাধারণ এবং ছিন্নমূল মানুষ অনেক সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। কিন্তু আগামীদিনে সে সান্ত্বনা টেকে নি। অনেক মত ও পথ, সামাজিক, রাজনৈতিক অনেক টানাপোড়েনের সংঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে সেই সান্ত্বনা।

চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গেছে। সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। ৪৩৭ পাতার ভুল করে দিগম্বর গড়সে ছাপা হয়েছে। এটি পড়তে হবে দিগম্বর বাড়গে।

গান্ধীজীর জীবনাবসান হয়েছিল ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সনে। রোগশয্যায় শুয়ে দেহ রাখেন নি তিনি। গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন। প্রায় ইচ্ছামৃত্যুই বলা যায় কারণ তিনি কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেন নি। কিন্তু এই আত্মত্যাগ সত্ত্বেও গান্ধীজী দধীচি হলেন না। তাঁর অস্থি দিয়ে কোন বজ্র আজও নির্মিত হলো না। এ আমাদের পাপ।

তাঁর পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত হলো এই অনুবাদগ্রন্থটি।

রবিশেখর সেনগুপ্ত
অনুবাদক

১ লা জানুয়ারি, ১৯৯১

গ্রন্থারম্ভ

বোম্বাই উপসাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন তাদের বুকের মধ্যে সযত্নে লালন করছে ছোট্ট উঁচু ভূখণ্ডটা। ভূখণ্ডের উপর গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ এবড়ো-খেবড়ো গাঢ় হলুদ পাথরের আকাশছোঁওয়া গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার খিলান। ঊর্মিমালায় মৃদু আঘাতে তিরতির করে কাঁপছে তীরের সবুজ শ্যাওলা আর উদ্ভিদ আবর্জনাস্তূপ। খিলান থেকে সাগরবেলা পর্যন্ত গড়িয়ে আছে সিমেন্ট বাঁধানো ঢালু গড়ানে পথ। তাকে বেড় দিয়ে রেখেছে এই শ্যাওলা আর অন্য জলজ আবর্জনা। একটা বিচিত্র জীবনের জগৎ যেন জড়িয়ে আছে ওই বিশাল কনক্রীট খিলানের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে। কত বিচিত্র জীবিকার মানুষ তারা। সাপুড়ে, জ্যোতিষী, ভিখারী আর ভবঘুরে। নেশায় বুঁদ হয়ে একপাশে পড়ে আছে উচ্ছৃঙ্খল হিপি কিংবা দরিদ্র মৃতপ্রায় কিছু লোক। এই বহুজাতিক ব্যস্ত শহরের প্রান্তিক মানুষ ওরা। শুয়ে বসে থাকা এই মানুষগুলোর মধ্যে একজনও অলস চোখে খিলানের মাথার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। ওরা কেউ জানে না কি লেখা আছে ওই খিলানের মাথায়। অথচ কী স্পষ্ট ওই খোদাই করা লেখাগুলো! '১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা ডিসেম্বর তারিখে মহানুভব সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং সম্রাজ্ঞী মেরীর ভারতভূমিতে পদার্পণের স্মারকরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এই স্মারকখিলান।'

তবে বলা যায় যে, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার এই স্মারক খিলানটিই একদা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের বিজয়প্রতীক। তখন বংশানুক্রমে ব্রিটেনবাসীরা সগৌরবে এই বিজয়স্তম্ভের আকাশছোঁয়া শীর্ষদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে এই সুমহান কীর্তিস্তম্ভের দিকে চেয়ে থাকার সময় স্কটল্যান্ড ও মিডল্যান্ডের গ্রামগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা এইসব যুবকদের চোখ ভিজে যেত। তাদের মনে হতো বুঝি সার্থক হল এই কিংবদন্তীর দেশে আসা। তখন বিজয়তোরণ পেরিয়ে দলে দলে মানুষ এই উপমহাদেশে এসেছে। এসেছে সৈনিক, এসেছে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় দুঃসাহসী যুবক, এসেছে বণিক, এসেছে শাসনকর্তা, পরিচালক। এই সুমহান দ্বারপথ পেরিয়ে ওরা সবাই এসেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকার ও স্বার্থ (প্যাক্স্ ব্রিটানিকা) রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে। এই বিজিত ভূখণ্ডে এসে ওরা যেমন সম্পদ শোষণ করেছে, তেমনি শ্বেতকায় জাতির সম্ভার বোঝা কাঁধে নিয়ে শাসকের ভূমিকা পালন করেছে। সেদিন ওদের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, ওরাই এই গ্রহের শাসক হয়ে জন্মেছে এবং বিধাতার অমোঘ বিধানে ওদের এই শ্বেতকায় প্রভুত্বের কখনও পতন হবে না।

হায়, এসবই এখন যেন সুদূর অতীতের গালগল্প। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া এখন শুধুই একটা পাথরের ইমারত যেমন পাথরের ইমারত এককালের গরিমাদপ্ত নিনেভ আর টায়ার সাম্রাজ্য। ইতিহাসের এক ভুলে যাওয়া অধ্যায় এই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, যার কীর্তিখ্যাতি সিকি শতাব্দী আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।